মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে সংস্কৃতি অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দিনব্যাপী কবিতা আবৃত্তি, সংগীত পরিবেশনা ও নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ আয়োজিত তিন দিনব্যাপী সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

বৃহস্পতিবার সকালে কলেজ প্রাঙ্গণে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সংস্কৃতি ও খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন, প্রফেসর আব্দুল হামিদ ও প্রফেসর কাজী আশরাফুল আলমসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

দিনব্যাপী প্রতিযোগিতা শেষে বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে কলেজের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

লালনোত্তর মরমি বাউল সাধক “বেহাল শাহ”

বাউলসম্রাট লালনের গান জনপ্রিয় করতে যাদের অবদান অপরিসীম, তাদের অন্যতম আলমডাঙ্গার ফরিদপুরের মরমি বাউল সাধক ও গীতিকার বেহাল শাহ।

লালনোত্তরদের কেউ কেউ বলেন, লালনের গান এখন যেভাবে সাধকদের মাঝে গাওয়ার ঢং বা ঠাট, সুরের যে বৈশিষ্ট চালু আছে; এটা লালনোত্তর

কয়েকজন মরমি সুর সাধকের অবদান । এঁরা হলেন – অমূল্য শাহ, শাহ কলিমউদ্দিন ওরফে কালু শাহ, বেহাল শাহ, মহিন শাহ, খোদা বক্স শাহ (জাঁহাপুর) ও মকছেদ আলী সাঁই। এদের মধ্যে বেহাল শাহর প্রভাব ব্যাপক বলে স্বীকার করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার নাগদাহ মাতুলালয়ে বলেশ্বরপুর গ্রামে ১৩০৭ সনের ২৫ চৈত্রে জন্ম বেহাল শাহ’র। বাবা-মায়ের নাম যথাক্রমে বাহাদুর শাহ ও ময়না নেছা বিবি। প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া। পৈতৃক নিবাস পোড়াদহ রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী খর্দ আইলচারা গ্রামে। প্রথম জীবনে লেটো দলে ছিলেন বলে জানা যায়। পরে দেলবার শাহ ঘরানার ছমির চাঁদের কাছে দীক্ষা নেন।

অমূল্য শাহ, শুকচাঁদ, খোদা বক্স প্রমুখের কাছে লালনগীতি শিখে এ গানের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এমনকি লালনগীতির বর্তমান গায়কী ধারার অন্যতম প্রবর্তক তিনি। বেহাল শাহের দ্বিতীয় স্ত্রী দৌলতুন্নেছা। তাদের রয়েছে এক কন্যাসন্তান। নাম আয়েশা খাতুন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ৭শ ফকিরের গ্রামখ্যাত ফরিদপুরে অতিবাহিত করেন। তিনি মঞ্চে আপেক্ষিক ও উদ্ভব প্রসঙ্গ নিয়ে গান বাঁধতে পারতেন বলে জানা যায়। তাঁর লেখা গানের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। তবে অনেক বাউল দাবি করেন তার রচিত গানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৯ শ। এখনও বেহাল শাহ’র দরাজ কন্ঠের মরমি গীতির অকুন্ঠ প্রশংসা করেন।

১৯৬৫ সালে দোলযাত্রার দিনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক শাষনকর্তা মোনায়েম খান লালনের আখড়া ধামে এসে সকল বাউল সাধক শিল্পীর উদ্দেশ্যে স্ব স্ব আসনে বসে গান লিখে পরিবেশন করতে বলেন।সেই গান যেন উপস্থিত সময়ে লেখনী সেটা যেন গানের মাঝে পরিস্কার ভাব বাচন ভঙ্গি সজাগ থাকে।উপস্থিত পাঁচ শতাধিক বাউল সাধক শিল্পীর মধ্যে বেহাল শাহ প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা বেহাল শাহ কে বাউলকূলের শীরমণি উপাধিতে ভূষিত করেন।সঙ্গে পরিয়ে দেন গলায় মেডেল, প্রশংসাপত্র ও নগদ পাঁচশত টাকা।

সমঝদারদের অনেকে দাবি করেন সমসাময়িক কিংবা আজোবধি বেহাল শাহ’র মত দরাজ ও পরিশীলিত কন্ঠ আর শোনা যায়নি। ১৩৮৮ সনের ১৮ ভাদ্র (৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১) এই মরমি সাধক শিল্পী ও গীতিকার-সুর সাধকের তিরোধান ঘটে। কোরান ও হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ, বেদ-বেদান্ত-

উপনিষদ এবং মিথের উপর তার অসাধারণ দখল ছিল। তাকে সর্ব শাস্ত্রভূত জ্ঞানী পন্ডিত বলা হত।

বেহাল শাহ’র গুণগ্রাহী অনেক শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন প্রয়াত মাওলাবক্স পাগল। যিনি গানে এবং প্রজ্ঞায় অসাধরণ ছিলেন । ২০১২ সালের ১৬ আগস্ট মাওলা বক্স প্রয়াত হন। এছাড়াও ঝড়ু ক্ষ্যাপা, ফরিদপুরের রইচ উদ্দীন শাহ,রফিউদ্দিন শাহ,জীবন ফকির,রেয়াজ শাহ,রবিউল শাহ,মকছেদ শাহ,ছাবিনা খাতুন,আমোদ আলি শাহ,আজিত শাহ বেহাল শাহ’র অন্যতম শিষ্য। আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামে অবস্থিত এই গুণী ব্যক্তির মাজার দীর্ঘদিন অরক্ষিত রয়েছে। তিনি লালনগীতির গায়কী বৈশিষ্ট্যের অন্যতম স্রষ্টা হিসেবে পরিচিত এবং তাঁর গান বাংলাদেশ ও ভারতের অসংখ্য ভক্তের হৃদয়ে আজও বিদ্যমান।

সাংস্কৃতিক অবদান ও জনপ্রিয়তা বেহাল শাহ লালনগীতির গায়কী ধারার অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন। তিনি লালনগীতির বর্তমান জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

অমূল্য শাহ, শুকচাঁদ, খোদা বক্শ প্রমুখের কাছ থেকে লালনগীতি শিখে তিনি নিজেই এই গানের জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর গাওয়া গান বাংলাদেশের ও ভারতের অনেক ভক্তদের মধ্যে জনপ্রিয়।

ঝিনাইদহে ঐতিহ্যবাহী সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

কালের বিবর্তনে গ্রামবাংলার বহু ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। একসময় বিভিন্ন মৌসুমে গ্রামে-গঞ্জে নানা খেলাধুলার আয়োজন হতো, যার অধিকাংশই এখন আর দেখা যায় না। তবে সেই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে ঝিনাইদহের হরিনাকুণ্ডু উপজেলার কাপাসহাটিয়া ইউনিয়নের দারিয়াপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো সাঁতার প্রতিযোগিতা।

গতকাল রবিবার দুপুর ৩টায় দারিয়াপুর গ্রামের যুবসমাজের উদ্যোগে

নবগঙ্গা নদীতে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার দূরত্ব নির্ধারণ করা হয় ৬০০ মিটার।

প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন এলাকা ও বিভিন্ন পেশার সাধারণ মানুষ অংশ নেন। মোট ৩০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১০ জনকে বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অর্জন করেন দারিয়াপুর গ্রামের রনি, ২য় স্থান অর্জন করেন চাঁদপুরের সোহেল, ৩য় স্থান অর্জন করেন চাঁদপুরের নয়ন। এছাড়াও আরও ৭ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হলে উৎসবমুখর পরিবেশে। গ্রামবাসী এই আনন্দঘন পরিবেশ উপভোগ করেন এবং ভবিষ্যতেও এধরনের প্রতিযোগিতা দেখতে চাওয়ার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেন।

আয়োজনের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, আরশাদুল ইসলাম (ময়ূর) ও রাজ আক্তার। রেফারির দায়িত্ব পালন করেন, সেকেন্দার আলী। এছাড়া সহযোগিতায় ছিলেন জাহাঙ্গীর হোসেন, নাহিদ হাসান, বাসার আহমেদ, শিহাব হোসেন, মানিক মোল্লা প্রমুখ।

গাংনীতে পিএসকেএস এর উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

হাড়ি ভাঙ্গা, দড়িটানা, লাঠি খেলা, গান, কবিতা, নৃত্য, দৌড়, সাইকেল রেচ এমন অনেক বর্ণাঢ্য বিভিন্ন আয়েজনের মধ্য দিয়ে নবীণ, প্রবীণদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যাতিক্রমী এক অনুষ্ঠান।

গতকাল শনিবার দিনব্যাপী গাংনী উপজেলার পীরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) এমন এক ব্যাতিক্রমি আয়েজন করে। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায়, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির (পিএসকেএস) এর বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পালিত হয় উপজেলা পর্যায়ে

উন্নয়ন মেলা বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক সম্মাননা প্রদান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান-২০২৫।

আনন্দঘন, উৎসব মুখর পরিবেশে- বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ক্রীড়ার মধ্যে ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দৌড়, কিশোরীদের সাইকেল র্যালী, দৌড়। যুবদের ম্যারাথন দৌড়, ১০০ মিটার দৌড়, প্রবীণদের ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, সুরের তালে বালিশ বদল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিল ছড়া, গান, কবিতা ইত্যাদি।

এছাড়া প্রবীণ সম্মাননা, সন্তান সম্মাননা, যুব সম্মাননা, কৈশোর-মেন্টর সম্মাননা, সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান এর জন্য সম্মাননা, ক্রীড়া সম্মাননা, সাংবাদিক সম্মাননা, উপজেলায় আয়োজিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার বিজয়ীদের পুরষ্কার প্রদান সহ ছিল বিভিন্ন বিষয়ক স্টল প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোঃ আনজুমান ইসলাম।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। আরো উপস্থিত ছিলেন, পিএসকেএস এর উপ-পরিচালক মোঃ কামরুল আলম, উপজেলা কর্মসূচী সমন্বয়কারী মোঃ জামিদুল ইসলাম, সহকারী উপজেলা কর্মসূচী সমন্বয়কারী মোঃ রাকিবুল ইসলাম, সাংবাদিক আকতারুজ্জামান ও জুলফিকার আলী কানন।

অনুষ্ঠান দেখতে এলাকার শতশত নারী পুরুষ অংশ গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি বিজয়ীদের হাতে পুরুস্কার তুলে দেন।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে আশুরা উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী মেলা ও তাজিয়া মিছিল

মেহেরপুরের কুতুবপুরে পবিত্র আশুরা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী তাজিয়া মিছিল ও জাঁকজমকপূর্ণ মেলা। বছরের পর বছর ধরে

এই দিনে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে বসে এ মেলা, যা পরিণত হয়েছে একটি গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারক ও বাহকে।

স্থানীয়রা জানান, এক সময় এই দিনে গ্রামের মানুষ জামাই দাওয়াত করে খাওয়ানোসহ নানা রকম ভালো-মন্দ খাবারের আয়োজন করতেন। সেই ঐতিহ্য এখন অনেকটাই বিলুপ্ত হয়ে গেলেও যুগ যুগ ধরে চলতে থাকা মেলাটি আজও টিকে আছে পুরো আয়োজনের ভেতর দিয়ে।

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে জমে উঠে মেলার মাঠ। ফাঁকা জায়গা ভরে ওঠে দোকানপাটে, আর সেই দোকানগুলোতে ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত দর্শনার্থীরা।

মেলায় শিশুদের জন্য ছিল নাগরদোলাসহ নানা বিনোদনের আয়োজন। ছোট ছোট শিশুদের হাসি আর আনন্দ যেন এই মেলার প্রাণ।

তবে এবারে দিনভর বৃষ্টির কারণে কিছুটা হতাশা দেখা দেয় দোকানিদের মধ্যে। অনেকেই অভিযোগ করেন, প্রত্যাশামতো বেচাকেনা হয়নি।

দোকানি আফাস বলেন, সকাল থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, লোকজন কম এসেছে। আগে যেভাবে বিক্রি হত, এবার তেমন হয়নি।

দোকানি আজম বলেন, আগের বছর যা বেচাকেনা করেছে সেই অনুযায়ী এই বছর অনেকটাই কম।

স্থানীয় বাসিন্দা আলগির বলেন, এই মেলা ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে আমার বাপ-দাদার আমল থেকেই দেখে আসছি। তবে এখনকার মেলাটা একটু কম মনে হচ্ছে। আমাদের সময়ে মানুষের যোগাযোগ যেমন ছিল, তাতে মেলা আরও জমজমাট হতো।

অন্যদিকে মেলা পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবং দর্শনার্থীদের যেন কোনো সমস্যায় পড়তে না হয় সে জন্য নেয়া হয়েছিল পর্যাপ্ত প্রস্তুতি।

মেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক লালন বলেন, আমরা চেষ্টা করেছি সবকিছু সুশৃঙ্খলভাবে করতে। নিরাপত্তার জন্য সর্বত্রই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হয়েছে।

মাছ শুধু পাতে নয়, উঠে আসে সাহিত্যে, কবিতায়, উপকথায়

নদীর দেশ, জল-জঙ্গলের কোল ঘেঁষা এক সবুজ ভূখণ্ড তারই নাম বাংলা। আর এই বাংলার হৃদয়জুড়ে যে দুটি শব্দ যুগ যুগ ধরে স্পন্দিত হয়েছে, তা হলো মাছ ও ভাত। “মাছে ভাতে বাঙালি” শুধু একটি প্রবাদ নয়; এটি এক কালের স্বাদ, মাটির গন্ধ, মায়ের হাতের রান্না, আর চিরন্তন বাঙালিয়ানার প্রতিচ্ছবি। বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ-“মাছে ভাতে বাঙালি”। এই প্রবাদটি যেন বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের এক সহজ অথচ গভীর প্রতিচ্ছবি। বাঙালির কাছে মাছ ও ভাত শুধু খাদ্য নয়, বরং তা এক আবেগ, এক ঐতিহ্য, এক জীবনের দর্শন। একসময় ছিল নদী, খাল, বিল, পুকুরে পরিপূর্ণ।

সেখানে মাছের প্রাচুর্য ছিল স্বাভাবিক বিষয়। ফলে ঐতিহ্যগতভাবেই মাছ হয়ে উঠেছে বাংলার মানুষের প্রিয় খাদ্য। অন্যদিকে ধানচাষ প্রধান অর্থনীতি হওয়ায় ভাত বাঙালির প্রধান আহার। এই দুইয়ের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে এক অনন্য খাদ্যসংস্কৃতি, যা অন্য কোনো অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এতটা গভীরভাবে দেখা যায় না।

এই মাটি ভিজে থাকে শ্রাবণের জলে, আর নদীর বুকে খেলে বেড়ায় রূপালি ইলিশ। ঢেঁকিতে ভাঙা চালের গন্ধে মিশে যায় মেঘলা আকাশের আহ্বান। গৃহিণীর কড়াইতে যখন সরষে ফোঁড়ন পড়ে, তখন মনে হয় এ এক অলৌকিক সঙ্গীত। শিশুর প্রথম দুধভাত থেকে বৃদ্ধের শেষ আহার- সবকিছুতেই থাকে ভাত আর মাছের ছোঁয়া।

বাংলার পদ্মা, মেঘনা, যমুনা এই নদীগুলি শুধু জল নয়, প্রাণ। তারা বয়ে আনে মাছের ভাণ্ডার, বাঙালির জীবনের চিরন্তন উপহার। কখনও তা ইলিশের রাজারি, কখনও রুই-কাতলার রাজনীতি। কখনও ঝোলে ডোবা পুঁটি, কখনও ভাজা চিংড়ির সুবাস। ইলিশ, রুই, কাতলা, পুঁটি, শোল, পাবদা, ট্যাংরা, এমন কত রকমের মাছ যে বাঙালির রসনাকে মোহিত করেছে! ইলিশের সরষে বাটা, রুই মাছের কষা, ট্যাংরার ঝোল, পাবদা মাছের দই-পোস্ত বা চচ্চড়ি, এসব শুধু পদের নাম নয়, প্রতিটিই একটি

করে আবেগ, একেকটি পরিবারের স্মৃতি, ভালোবাসার মুহূর্ত। প্রতিটি রন্ধনে মিশে থাকে ভালবাসা, স্মৃতি আর ইতিহাস।

মাছ শুধু পাতে নয়, উঠে আসে সাহিত্যে, কবিতায়, উপকথায়। রবীন্দ্রনাথের “মাছের ঝোল” আর বিভূতিভূষণের গ্রামীণ গল্পে ভাতের সঙ্গে টাটকা শোল মাছ যেন জীবনের প্রতিচ্ছবি। কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় মাছ ও ভাতের প্রসঙ্গ এসেছে বহুবার। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আজকের লেখকরাও বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতির কথা তুলে ধরেছেন।

গ্রামবাংলার সন্ধ্যায় পুকুরঘাটে জাল টেনে ওঠে শুধু মাছ নয়, ওঠে পারিবারিক গল্প, ভালবাসা আর গ্রামীণ জীবনের নিঃশব্দ ছন্দ। তবে “মাছে ভাতে বাঙালি” শুধু খাদ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির সংস্কৃতি, সামাজিকতা ও সাহিত্য। বাঙালির বিয়ে-শাদিতে, উৎসব-অনুষ্ঠানে মাছের উপস্থিতি যেন বাধ্যতামূলক। নববধূর বাড়িতে মাছ পাঠানো, অতিথি আপ্যায়নে মাছের কদর, এমনকি পূজার ভোগেও মাছের উল্লেখ, এসবই এই সংস্কৃতির অংশ।

উৎসব-অনুষ্ঠান মানেই বাঙালির রান্নাঘরে মাছের উল্লাস। বিয়ের পদে বড় রুই মাছ যেন নবদম্পতির সুসম্পর্কের প্রতীক। পয়লা বৈশাখে ইলিশ ভাত যেন নতুন বছরের প্রতিশ্রুতি। এমনকি “মাছে-ভাতে মেয়ে” বলেই প্রশংসা করা হয় সহজ সরল, গৃহস্থালি জীবন ভালোবাসা মেয়ের।

বিদেশ বিভুঁইয়ে থাকা বাঙালিও স্বপ্ন দেখে- এক প্লেট গরম ভাত, তার পাশে ঝালঝোল মাছের গন্ধ। যেন বিদেশের ধোঁয়াটে ব্যস্ত জীবনে একটু ‘বাংলা’র স্পর্শ।

আজকের জগত বদলেছে। চিপস, পিজ্জা, বার্গার এসেছে বাজারে। কিন্তু বাঙালির আত্মা আজও খুঁজে ফেরে সেই কাঁশবনের পাশে মাটির বাড়ি, ধানখেতের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী, আর দুপুরবেলার সেই গরম ভাতের ধোঁয়া।

যদিও আধুনিক জীবনযাত্রা ও নগরায়ণের ফলে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে, তবুও মনের গভীরে মাছ-ভাতের প্রতি টান আজও অমলিন। প্রবাসে থাকা বাঙালিরাও মাছে ভাতে ফিরে যেতে চায়, খোঁজে একটুকরো ‘বাংলা’র স্বাদ।

সবশেষে বলা যায়, “মাছে ভাতে বাঙালি” শুধু একটি প্রবাদ নয়, এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি, ও ভালোবাসার প্রতীক। যতই সময়

এগিয়ে যাক, মাছ আর ভাত থাকবে চিরকাল বাঙালির হৃদয়ে, রসনায় ও ইতিহাসে। কারণ “মাছে ভাতে বাঙালি” এই একটি বাক্য যেন এক কবিতা, এক ছবি, এক জীবন। এতে আছে বাংলার আবহমান সংস্কৃতি, স্মৃতি, সুগন্ধ আর হৃদয়ছোঁয়া সহজতা। যতদিন বাংলা থাকবে, ততদিন বাঙালি তার ভাত-মাছকে ভালোবেসে যাবে- মা যেমন তার সন্তানের মুখে প্রথম গ্রাস তুলে দেন, তেমনি। এ এক প্রেম, যা কেবল পেটে নয়, প্রাণে বাজে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির বৈশাখ বরণ শোভাযাত্রা

বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (১৪ এপ্রিল) সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড়বাজার চৌরাস্তা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

শোভাযাত্রায় গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী সাজসজ্জা ও নানা ধরনের প্ল্যাকার্ড নিয়ে সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। পালকি, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, জেলে, কৃষকের সাজে সজ্জিত মানুষদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ—সব ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণে শোভাযাত্রায় বৈচিত্র্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি হয়।

শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাবেদ মাসুদ মিলটন, সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, আব্দুল্লাহ, আনছারুল হক, হাফিজুর রহমান হাপি, খাইরুল বাশার, রেজাউল হক, ওমর ফারুক লিটন, মীর ফারুক, রোমানা আহমেদ, আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, গণিউল আজম, আলফাজ উদ্দীন কালু, আব্দুল আওয়াল, আখেরুজ্জামান, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আ. রহিম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা বিএনপির

সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব ইলিয়াস হোসেন, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি ছাবিহা সুলতানা, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দ্বীপু, হাফিজুর রহমান, সৌরভ, জনি, যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, শামুয়েল হোসেন সনি সহ জেলার বিএনপির বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফেরাতে গাংনীতে পিঠা উৎসব

গ্রাম বাংলার হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে মঙ্গলবার মেহেরপুরের গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজে তারুণ্যের পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

জমকালো উৎসবে শোভা পাচ্ছে স্বতীন পিঠা, বেক্কল জামাই, মেয়েদের মন, জামাইয়ের প্যাচ, ভালবাসার লাল গোলাপ, পিয়াসা, পাটি সাপটা, চিতই, ভাপা, পুলি, সরু, মালাই রোল, চিটা রুটিসহ পুরনো নানা পিঠার সমারোহ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

নিজেদের স্টলগুলো পরিচালনা করেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। দিন দিনব্যাপী পিঠা মেলার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন। উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম।

তারুণ্যের মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এই পিঠা উৎসবের। গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া পিঠা তৈরি করে হাজির হন কলেজের শিক্ষার্থীরা। সঙ্গে ছিল আধুনিক সব পিঠাও। ২৫ টি স্টলে পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেন শিক্ষার্থীরা। তরুণ প্রজন্ম সকাল থেকেই ভিড় জমান পিঠা উৎসবে। পরিচিত হন নতুন ও পুরাতন হরেক রকমের পিঠার

সঙ্গে।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ চত্ত্বরে শুরু হওয়া এ পিঠা উৎসবে ছিল বেশ ভিন্নতা। শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে তৈরী করা এসব পিঠা সাজিয়েছেন তাদের স্টলে। ভোজন রসিকরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর স্বাদ নিচ্ছেন। সেই সাথে অনেকে এসেছেন তাদের সন্তাানদেরকে পিঠা পুলির স্বাদের পাশাপাশি পিঠার সাথে পরিচয় ঘটাতে।

পিঠা উৎসবের আয়োজনে বেজায় খুশি শিক্ষার্থীরা। এ ধরনের আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে আরো উদ্যমী করে গড়ে তুলবে বলে মনে করছেন তারা।

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর জীবননগর শাখার আহবায়ক কমিটি গঠন

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর জীবননগর শাখার আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৭ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটিতে সাংবাদিক আতিয়ার রহমানকে আহবায়ক এবং সাংবাদিক মতিয়ার রহমানকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করা হয়েছে।

কমিটি গঠন আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক আতিয়ার রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি জহির রায়হান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সাধারন সম্পাদক আদিল হোসেন।

আহবায়ক কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন-রাজেদুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তরিকুল ইসলাম, বাউল শিল্পী আজাদ, শাহজান আলী লিটন, মিঠু মিয়া, মুন্সী রিপন হোসেন, সবুজ হোসেন, শরিফ উদ্দিন, শাহাব উদ্দিন, খাজা মতিয়ার শাহ, স্কুল শিক্ষক ও লেখক শফিকুল ইসলাম, সেলিম হোসেন, রফিক শাহ, লাল্টু মিয়া, আলী হোসেন ও আব্দুল খালেক।

উল্লেখ্য, উক্ত আহবায়ক কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে পুর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনে কার্যকরি ভুমিকা পালন করবেন।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে বার্ষিক সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বার্ষিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে তাদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটান।

আজ বুধবার (২৭ নভেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে কলেজ প্রাঙ্গণে কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) মুহা. আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, এই ধরনের প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বাড়াতে এবং তাদের সাহসিকতা প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমরা চাই শিক্ষার্থীরা একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি নিজেদের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক জগতে আরও বিকশিত করুক।

অনুষ্ঠানে আহ্বায়ক হিসেবে ছিলেন কলেজের সহযোগী অধ্যাপক কাজী আশরাফুল আলম। এছাড়াও সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল হালিম, মিরাজ উদ্দিন, প্রভাষক মোঃ নাসির উদ্দিন, রুপালি বিশ্বাসসহ শিক্ষকমণ্ডলী এবং অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে যেমন আবৃত্তি, গান ও নৃত্য পরিবেশন করা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।